

# অমৃত বাজার বাজার

৩৪ ভাগ কলিকাতা-৩ নং ডোমট, হুগলি, লন ১৯৮০ মাল। ইং ১৫ ইং, ১৮৭০ খ্রিঃ অদ। ১৪৭ সংখ্যা।

## বিজ্ঞাপন। নয়শো রূপের। নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা-স্বাক্ষরে প্রাপ্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

## বিজ্ঞাপন। জমিদারি বিক্রয়।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা বাই-তেছে যে, জেলা বীরভূম গামিল ১৬ নং তৈজী জমিদারি লাইট মৎসখর পুরের রকম ১৫ আনা চিহ্নিত ইলাহ বাজার গ্রাম সহ ২২ মৌজা স্বাধীকরণ হোক পত্তনি বন্দবস্ত আছে, উক্ত অংশ বর্তমান সমের ১৯ এ জৈষ্ঠ শানবার ইংলি ১৯০৭ মে বেলা দুই প্রহরের সময় বাসাদের কুটি ইলাহ বাজার প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হইবেক ও সর্ব উচ্চ ডাককারকে উৎকর্ষে প্রেরণ ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমগ্র পোনের টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা হইবেক ইতি।

পত্তনিদার দিগের  
নিকট আদায় ৬৫৫৩/১  
বাদ সদরদাল ও জারি ২৩৪/৭  
বাকি মুনকা ২০২২/৩

Erskine & Co.  
বাঃ শ্রী এম্বীন এণ্ড কোং  
মোহন ইলাহ বাজার  
বৈদ্যপুর রেলওয়ে  
স্টেশন।

## কুমুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৬০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাণ্ডল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

## শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ বোধ।

## বাল চিকিৎসা।

১ম খণ্ড মূল্য ডাক মাণ্ডল সহ ৫১০ টাকা দুই শতাধিক ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল সহিত ৫০০ পৃষ্ঠার অতি সরল ভাষায়, নেট্রি ডাক্তার এবং গৃহস্থদিগের ব্যবহারার্থে কান্দি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সব এসিষ্ট্যান্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু হারনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। দুই আনা ডাক মাণ্ডল পাঠাইলে সূচীপত্র দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।  
লালবাজার, হিন্দু হস্টেল।

## মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাণ্ডল ১০ আনা।

উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিংপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

## কলিকাতা।

বিভিন্ন রোগের উত্তর ৯৬ নং খালী  
শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার

## খাঁতু দৌরানোর মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী খাতু দৌরানো ও ইলিক শিথিলতা প্রভৃতি রোগে কালব্যাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসা ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশাস হইবে।  
খাঁতু দৌরানোর উৎকর্ষিত ও উত্তম প্রকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ঔষধের প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীতলা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত খাতু অতিরিক্ত দুর্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন নাড় দাঁ ফ্রি বিহীন হইয়া থাকে।

এহার উৎকর্ষিত ও উত্তম প্রকারে প্রস্তুত আছে ইচ্ছা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। ক্ষুধি বিহীনতা ও শরীর ফ্রি যুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

খাঁতু এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদি জনা প্রথমতঃ ৫ পাচ টাকা পাঠাইবেন।

খাঁতু দৌরানোর রোগ অসুস্থদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

খাঁতু দৌরানোর রোগে আশঙ্কা নাই, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার চিকিৎসা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সর্ব প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

## শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার হেয়ার শিখারতাব।

## অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ বন্ধার মূল্য কাশি রক্ষণ স্বতঃ পুষ্টি হয়।]

ইহার মূল্য প্রতি সিমি ,, ,, ,, ১ টাকা  
ডাক মাণ্ডল ইত্যাদি ,, ,, ,, ১০ আনা

## শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার হিম দাগের তৈল।

যাহারা অতিরিক্ত পীড়ার ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতার কাতর থাকেন তাহাদিগের প্রক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার পুতিসিমির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা  
ডাকমাণ্ডল ইত্যাদি ,, ,, ,, ১০ আনা

## শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার কলেরা কাশকার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কপূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ওনস সিমি বার আনা, এক ওনস সিমি একটাকা ও দুই ওনস সিমি ১১০ টাকা। ডাক মাণ্ডল প্রত্যেকের চারি আনা।

## বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ও সম্ভাব্যোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। কলিকাতা গোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানার প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাণ্ডল ১০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর স্ক্রিট ৭৭ নং ভবান ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

## বিজ্ঞানসার। ঐজ্ঞানশিকা।

ইহার পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূ-গোল, উদ্ভিদ বিদ্যা, পাখীর প্রকৃতিতত্ত্ব জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি ৩৩ খানি চিত্রসহ লিপিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্ররত্ন পরীক্ষার নির্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২ই পৃষ্ঠা। পুস্তকের মূল্য ১০ টাকা ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্দ্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মল্লার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে।

## বিজ্ঞাপন।

আমার এক জন চিকিৎসকের প্রয়োজন। তাঁহাকে নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থান করিতে হইবে ও বেতন মাসিক ২৫ পাঁচশ টাকা দেওয়া হইবে। আমার নিকট এক মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। ইতি মন ১২৭৯ নাল, ২২ এ চৈত্র।

শ্রীশ্যামাশঙ্কর চৌধুরী।

## ঠিকানা

গোওয়ালও ফৈলনের অপর পার ভেওয়া।

## জমীদারী, মহজনা ও বাজার হিন্দাব. বাঙ্গলা দেশের জমিদারী, রাজস্ব ও মহাজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গালী ও মাইনর ছাত্ররত্ন পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মৃৎসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল কর্তৃক সংগৃহীত।

মূল্য ১০ আনা। ডাকমাণ্ডল ১০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাইস্টম লেন, নেডাগির্জা, নিউ স্কুলরক গেলে প্রাপ্য।

## বটনন্দিনী

শ্রী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাণ্ডল ১০ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষণে অবশ্য রক্ষণের ইহা তাহারি ওকী উপমান স্বরূপ, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন, নতুন সংস্কৃত বস্ত্রালয়ে প্রাপ্য।

বাল্যটীক রাসায়নাসংগত সীতার পরীক্ষা নামক গদ্য কাব্য সংকলিত বিরচিত হইয়াছে, শীঘ্রই প্রস্তুত হইবেক। অতএব বিদিত থাকে যে ইহা হস্তক্ষেপ না করেন।  
শ্রীমদ নারায়ণ রায়।

বঙ্গালীর দুর্দশা।

আমরা যে দিন কলিকাতা হইতে আসি-  
তেছিলাম রাস্তার উপর যেখি দুইটি বালকের  
মধ্যে বিবাদ হইতেছে, একটি ইংরাজের ছেলে  
অপরটি এদেশী। বালক দুইটির আট নয় বৎ-  
সর বয়স হইবে। ইংরাজের ছেলেটি এদেশীয়  
বালকটিকে প্রহার করিতেছে। এবং সে হত  
চৈতন্য প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া মার খাইতেছে।  
সাহেবের ছেলে যে পারিতেছে একটু ক্ষান্ত দি-  
য়াছে আর বঙ্গালীর বালক দৌড়াইয়া পলা-  
য়ন করিল। একটু দূরে গিয়া তাহার একটু  
চৈতন্য হইল তখন সে বোধহয় মনে মনে  
কিছু গুণি বোধ করিল এবং এক খানি ইট  
তুলিয়া সাহেব বালককে মারিবার উদ্যোগ  
করিল। সাহেবের মার দেখিয়া উন্মত্ত  
বালকের ন্যায় বঙ্গালী বালকের প্রতি ধাবিত  
হইল, বঙ্গালীর বালক এখন গুলির কথা  
বিস্মৃত হইয়া দৌড়াইল, ততক দূর না যাইতে  
সাহেবের পুত্র তাহার ক্ষত্রের উপর পড়িয়া  
আবার তাহাকে প্রহার করতে আরম্ভ করিল  
বালকটি আবার হত চৈতন্য হইয়া মার খা-  
ইতে লাগিল। সমস্ত বালক দিগের মধ্যে  
ইতর বিশেষ জন্ম থাকেনা। কিন্তু আশ-  
চর্যের বিষয় এই যে সাহেব ও বঙ্গালীর বালক  
দিগের মধ্যে এত বিভিন্নতা। তথাপি কলি-  
কাতায় ছেলেরা অনেক সাহেবের গা ঘাসা।  
পাড়া গায়ে ছেলের যদি একটি সাহেবের  
পুত্রের সঙ্গে বিনা বিবাদে শুদ্ধ সে বালক  
টি না, তাহার সঙ্গে তাহার আত্মীয় স্বজন  
সকলেও চৈতন্য হইয়া পড়েন।

একদিন চিত্রপুর রোড দিয়া আমাদের  
এক জন বন্ধু যাঁতে ছিলেন, তিনি দেখেন  
যে একটি সাহেবের পুত্র বয়স বৎসর ১২। ১৩  
হইবে, রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর  
দোকানদারদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে,  
কিন্তু কাহার সাধ্য হইতেছে না যে তাহাকে  
কিছু বলে। যখন বালকটি ভারি উৎপাত আ-  
বণ্ড করিতে তখন দোকানদাররা ২০। ২৫ জন  
একত্রিত হইয়া বালকটিকে ধরিতে উদ্যোগ  
করিল কিন্তু সে তাহাদিগকে গ্রাহ্যও করিল  
না, বৃহৎ চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকান  
দাররা ক্রমে বালকটির নিকট আসিয়া উপ-  
স্থিত হইয়া যখন তাহাকে ধরিলে, তখন সে  
তাহাদিগের প্রতি বক্রোধে দৃষ্টিপাত করিয়া  
হাতে যে এক গাছি লাঠি ছিল তাহার দ্বারা  
প্রহার করিলে এই রূপ ভয় দেখাইতে  
লাগিল এবং দোকানদারেরা ভয়ে দিশাহারা  
করিল।

একদিন কোন বন্ধুর বাগীর নিকটে  
একটি সাহেবের পুত্রের সঙ্গে একটি নীল  
বালকটি ছিল।

সেখানে মেকিজি সাহেব নামক একজন কুঠি-  
য়াল ছিলেন। সাহেব কার্খানুরোধে একদিন  
স্থানান্তরে গিয়াছেন। ইত্যবসরে তাঁহার  
মেমের সঙ্গে কুঠির জমাদারের কি কথা  
বচসা হয়, এবং মেম তাহাকে একটি দো-  
চুড়ে মারেন। জমাদার ভারি অপমানিত  
বোধ করে। তখন নীল কুঠির জমাদার  
দিগের অধীনে বিস্তর লাঠিয়াল থাকিত। সে  
আপনার সমুদয় দল বল জন ৩০ দেশওয়ালি  
সঙ্গে করিয়া, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া কুঠি আক্রমণ  
করিল। যখন তাহার আক্রমণের উদ্যোগ  
করে তখন মেম সহায় পান। সাহেব কুঠিতে  
নাই, কি করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে কিছু  
মাত্র ভীত না হইয়া বন্দুক বাহির করিলেন  
এবং আপনি একটা বন্দুক বৎ তাহার পুত্র  
কন্যা দের হাতে একটি একটি বন্দুক দিলেন।  
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স তখন উর্দ্ধ দশ বৎ-  
সর হইবে। জমাদার সসৈন্যে কুঠির নিকটে  
উপস্থিত হইলে মেম তাহাকে বন্দুক দেখাইয়া  
বলিলেন যদি “আর এক পা অগ্রসর হইবি  
তবে মরিবি”। ইহা শুনিয়া জমাদার আর  
অগ্রসর হইতে পারিল না, সসৈন্যে ফিরিয়া  
গেল।

যে বার বাঙ্গলায় সরভে জরিপ হয় সে-  
বারকার কথা বোধ হয় অনেকের স্মরণ আছে।  
যে বার যশোহরে একটি যুবা সাহেব এই  
জরিপেরকর্ত্তা হইয়া যান। সাহেবনা বাঙ্গলা না  
হিন্দী বুঝিতেন। তিনি আসিয়া মফস্বলে ভারি  
অত্যাচার করেন। একদিন সন্ধ্যার সময় যশো-  
হরের একজন প্রধান জমিদারের কাছারি বা-  
টিতে ইনি প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়া  
ইংরাজিতে কি বলিতে লাগিলেন। সেখানে  
ক্রমে ৩০। ৪০ জন লোক উপস্থিত হইলেন।  
জমিদারের প্রধান আমলা ইংরাজি জানিতেন  
না। তাঁহার পুত্রকে তিনি সাহেবের সঙ্গে  
আপ করিবার নিমিত্ত ডাকিলেন। তাঁহার  
পুত্র সাহেবকে যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে  
সাহেব এখানে কি চাও, সাহেবের হাতে এক  
গাছি চাবুক ছিল, অমনি সেই চাবুক দ্বারা  
তাহার মাথায় এক ঘা লাগাইয়া দিলেন।  
ইহা দেখিয়া সেখানে আর যে যে ছিল সমু-  
দয় দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। প্রধান কর্ম-  
চারী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সাহেবকে  
একটু চোক রাঙ্গাইয়া হিন্দিতে বলিলেন যে  
“সাহেব এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে  
না।” সাহেব ইহা শুনিয়া পকেট হইতে  
একটি পিস্তল বাহির করিলেন এবং তাঁহার  
সম্মুখে ধরিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার  
পিতা পুত্র পলায়ন করিলেন। এই সাহে-  
বটি যশোহরের বিচারালয়ের নিকটে ভাষা  
ফেলিয়াছিলেন। সেখানকার প্রধান সদর।

আমিনের নাজির অনেক দূরে প্রত্যাব করিতে  
বসেন। সাহেব ইহাতে বিরক্ত হন এবং নাজি-  
রকে ধরিতে চাপরাশী পাঠাইয়া দেয়। নাজির  
চাপরাশীকে হাঁকাইয়া দেন। সাহেব পুনর্বার  
চাপরাশীকে পাঠান। নাজির আবার তাহাকে  
হাঁকাইয়া দেন। এবং প্রধান সদর আমিন  
চাপরাশীকে ধমকাইয়া দেন। সাহেব এই  
কথা শুনিয়া এক তরবার হাতে করিয়া  
কাছারি আসিয়া উপস্থিত। সেখানে প্রায় ৪৫  
শত লোক উপস্থিত ছিল, নাজিরের অধীনে  
বিস্তর পিয়াদা ছিল। সাহেবকে আসিতে  
দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। হাকিম পলাই-  
বার উদ্যোগ করিতেছেন ইহার মধ্যে সাহেব  
আসিয়া উপস্থিত। হাকিম করেন কি তাড়াগাড়ি  
আপনার বিচার আসন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া  
আপনি দূরে ঘোড় হাত করিয়া দাঁড়াইলেন।  
এবং অনেক বিনতি করিয়া তাঁহাকে বিদায়  
করিয়া দিলেন।

আজ মান ৭। ৮ হইল আমাদের  
এক জন বন্ধু বগুলা হইতে কলিকাতায়  
আসিতেছিলেন। তিনি সেকেণ্ড ক্লাশের একটি  
কম্পার্টমেন্টে উঠিলেন এবং অপর কম্পার্টমেন্টে  
একটি ১০। ৪ বৎসরের সাহেবের কন্যা উঠিল।  
নৈহাটি হইতে সেকেণ্ড ক্লাশের লোক উঠিতে  
আরম্ভ করিল। সে ট্রেনে এক খানি সেকেণ্ড  
ক্লাশের গাড়ি ছিল এবং যদিও ১০। ১২ জন  
লোক সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিল কাহার সাধ্য  
হইল না যে ঐ বালিকাটি যে কম্পার্টমেন্টে  
আছে তাহাতে উঠে।

এক দিন আমাদের আফিষে একজন  
কাপ্টেন সাহেব কোন কর্কোপলকে আইসেন  
এবং কথায় কথায় আমাদের এক জনকে  
বলেন যে তুমি মিথ্যাবাদী। তিনি ইহাতে  
বিরক্ত হইয়া উত্তর দেন, সাহেব তুমি যদি  
ভদ্র লোক হও তবে ভদ্র লোকের সঙ্গে এরূপ  
অভদ্রতাচরণ করা কর্তব্য নয়। সাহেব ইহাতে  
অপমানিত বোধ করিয়া হাতে এক লাঠি ছিল  
তাহা উঠাইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে এক  
ঘায় ফেলিয়া দিব। আমাদের বন্ধু তখন  
স্থির হইয়া বলিলেন সাহেব দেখু আমাদের  
এখানে অম্মান ১৫ জন চাকর রাখিয়াছে, আম-  
রাও ৪৫ জন আছি, তুমি হাজার বলবান হও  
আমর বাটিতে এত লোকের মধ্যে বিবাদ  
করিয়া তুমি যে জিতিয়া যাইবে তাহা মনে  
করিওনা। তবে তোমার রক্ষা তুমি আমার  
বাটির উপর দাঁড়াইয়া আমাকে অপ-  
মান করিতেছে। আমাদের দেশে উপস্থিত  
অভ্যাগত মুহ হইলেও তাহার প্রতি কোন  
রূপ অভদ্রতাচরণ করিলে ভারি কলঙ্ক হয়।  
সাহেব শেষে আপনার দোষ স্বীকার করিলেন।  
আমরা উপরে যে কয়েকটি ঘটনার

কথ' উল্লেখ করিলাম প্রায় এ সমুদায় গুলি আমরা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এরূপ ঘটনা এদেশে এত ঘটনা থাকে যে অনেক নিকট এগুলি স্মৃতি নহে। আমরা এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয় কষ্টের সহিত "আমাদের হৃদয় নাই" প্রস্তাবটি লিখি এবং আমাদেরকে আর একটু ক্ষুধা, মদ, মাশর্চ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। শারীরিক কি মানসিক উন্নতির দ্বারা সমাজ উন্নতির উপকরণ মাত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু জীবন শূন্য সমাজে শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার উন্নতি কেবল বিভ্রম মাত্র।

—।:—

কৃষি জাত দ্রব্য।

গত ৩০ এপ্রেল তারিখের গবর্নমেন্ট গেজেটে বাঙ্গলা, বর্ধমান, রাজসাহী, আসাম ও কোচবিহার প্রভৃতি কয়েকটি কমিসনারের ডিবিশনের কৃষি কার্য বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। আমরা পূর্বে একবার এ সম্বন্ধে লিখি। বিষয়টি গুরুতর বলিয়া ইহাতে আবার হস্তক্ষেপ করিলাম।

বর্ধমান বিভাগে হুগলি জেলার জমিদার বারু জয়রক্ষ মুখোপাধ্যায় হুগলির ইক্ষু চাষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "এখানে বহুকাল হইতে কাজল ও পুরী নামক দুই প্রকারের ইক্ষু ছিল। তাহার পর ৪০ বৎসর হইল মেকডোয়াল নামক এক জন নীলকুটীয়া এখানে, রঙ্গপুর হইতে রাজা একরূপ ইক্ষু আনয়ন করেন। ইহাকে লোকে সাহেবী ইক্ষু বলিত। ইহাতে অধিক রস ও চিনি হইত। আট বৎসরের মধ্যে ইহা হুগলি ও অন্যান্য জেলায় হইয়া পড়িল। বোম্বাই আক বলিয়া অন্যরূপ ইক্ষু এদেশে আর এক জন সাহেব প্রচলিত করেন। ইহার চাষও ক্রমে বিস্তর বৃদ্ধি হয়। এই সময় দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয় আমেরিকা ও মরিসস প্রভৃতি স্থানে যে চিনির কারবার ছিল। এই গোলযোগে তাহার বিস্তর ক্ষতি হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে বিস্তর চিনি রফতানি হয়। সুতরাং ইক্ষু চাষে বিস্তর লাভ হইতে থাকে এবং কৃষকেরা অর্থোপার্জন করে। কিন্তু সহসা ইক্ষু চাষের বিষু উপস্থিত হয়। ১৮৫৪/৫৫ সালে ইক্ষু ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে গাছ শুষ্ক হইয়া পড়ে। তাহার পর বৎসর অবধি ক্রমেই ইক্ষু ক্ষেত্রে এইরূপ বিষু হইতে থাকে এবং শেষে কৃষকেরা বোম্বাই ও সাহেবী ইক্ষুর চাষ পরিত্যাগ করিয়া আবার কাজলা ও পুরী ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করে। ১৮৬১ সালে শামসারা নামক আর এক প্রকার ইক্ষুর চাষ এখানে আরম্ভ হইয়া উহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

ইক্ষু ভিন্ন গবর্নমেন্ট গেজেটে তুঁত এবং গাঁজা এই দুই বিষয়ের দুইটা বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলাতে ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয়েরই রেসমের কুটি আছে। ইংরাজেরা ইহাতে বৎসর ৭৫ লক্ষ টাকা খাটান এবং গড়ে বৎসর ১৯২০,০০০ টাকা ইহা দ্বারা উৎপন্ন হয়। দেশীয় কুটিতে বৎসর আনাজ ১৫ লক্ষ টাকা খাটে এবং বৎসর ১৮ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। এক বিঘা তুঁতের গাছ প্রস্তুত

করিতে ২০ টাকা ব্যয় পড়ে এবং বৎসর গড়ে ৩৫ টাকা বিক্রয় হয়। গাঁজা প্রস্তুতের বিবরণও গেজেটে বিস্তার পূর্বক বর্ণিত হইয়াছে। এক বিঘা গাঁজা প্রস্তুত করিতে গড়ে ৩২ টাকা ব্যয় পড়ে। প্রত্যেক বিঘাতে ৭৮ মোন গাঁজা উৎপন্ন হয়। গাঁজার প্রত্যেক সেরে ৩৪ টাকা লাইসেন্স গবর্নমেন্টকে দিতে হয় এবং খুচরা হিসাবে স্কি সের সাত টাকার অধিক বিক্রয় হয় অর্থাৎ প্রতি সেরে যদি লাইসেন্স প্রভৃতি দিয়া দুই টাকা থাকে তবে প্রত্যেক বিঘাতে ৪৮ টাকা লাভ হয়।

গাঁজার প্রত্যেক বিঘাতে হিসাব মত আমরা যেরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম তাহা কতদূর সত্য তাহাজানি না। সম্ভবতঃ সকল স্থলে গাঁজা জন্মে না, অথবা ইহার অন্য কোন বিঘ্ন আছে। নতুবা ইহার চাষ এত দিন অনেক জেলায় আরম্ভ হইত।

গাঁজা আপাততঃ রাজা হাটী, দিনাজপুর ও বগুড়া প্রভৃতি জেলার মধ্যস্থানে হয়। আমরা এ স্থলের মৃত্তিকার বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি এবং গেজেটেও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক হাঁহার বিধ্বাস করেন যে, কৃষিকার্যের উন্নতির উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে তাহাদের অন্ততঃ আপন আপন জেলায় ইহা এক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য।

গাঁজা, মাদক দ্রব্য উহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলে দেশের অনিষ্টের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ভদ্র লোকে এ বিষয় চাষ করিতে অপমান মনে করিতে পারেন। কিন্তু চরম গাঁজার আটা এবং চরম অনেক ঋষি বাবস্থত হয়। আমরা গবর্নমেন্ট গেজেটে গাঁজার চাষ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে চরমের কিছুমাত্র উল্লেখ দেখিলাম না।

তুঁতের আবাদ এ দেশে মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মেদিনীপুর, রাধানগর প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়, পাবনাতেও কিয়ৎ পরিমাণে হয়। এদেশের কৃষি সম্বন্ধীয় সভা কর্তৃক এবিষয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং তাহার সাব্যস্ত করেন যে, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, নদীয়া, বশোহর হুগলী প্রভৃতি স্থানেও তুঁতের আবাদ হইতে পারে। এদেশে তুঁত পোকা ভিন্ন তম্বুর, এড়িয়া, মেজমকরি প্রভৃতি অনেক পোকা আছে। দিনাজপুরে একরূপ নামান্য প্রকারের রেসম প্রচলিত আছে। তদ্বিষয়ে এদেশের অনেক জেলায় কুল পোকাও প্রচুর জন্মে। এ সমুদয়ের উৎকর্ষ ও আবাদ বৃদ্ধি করিলে নানা রূপ রেসমের ক্রমে প্রচার হইতে পারে। আজ কয়েক বৎসর হইল ইউরোপে যেখানে যেখানে রেসম উৎপন্ন হইত সেখানে কি এক রূপ পীড়ার আবির্ভাব হইয়া সমুদয় রেসমের আবাদ নষ্ট হইয়াছে। পারস্য দেশেও এই রূপ দৈব বিড়ানা দ্বারা রেসমের চাষ এক রূপ নষ্ট হইয়াছে। চীন দেশেও যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা রেসম আবাদের অনেক ক্ষতি হয় সুতরাং ভারত বর্ষে যদি রেসমের আবাদ আরম্ভ কর, যার এবং উহার উৎকর্ষ হয় তবে ক্রমে রেসমের বাণিজ্য বিস্তর উন্নতি হইতে পারে, পৃথিবীতে রেসমের ব্যুৎপাদিত ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম আরম্ভ হয় এবং বাণিজ্যে উহা দেশ বিদেশে নীত হয় সুতরাং

রেসম আবাদের আকর স্থান। একটু যত্ন করিলে রেসমের আবাদে পৃথিবীর সকল দেশকে আমরা পরাভব করিতে পারি।

হাওড়ার দায়রার ঈশ্বর নাপিতের সেই মিথ্যা খুনের মোকদ্দমা হইতেছে। বাদীর পক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য হইতে আমরা উক্ত মোকদ্দমার বিবরণ এই রূপ অবগত হইয়াছি। ঈশ্বর নাপিতের মোহিনী নামনী একটা কন্যা আছে। পুলিশ কমন্ডেবল কৈলাশ মণ্ডলের সহিত তাহার আসক্তি ছিল কৈলাস মোহিনীর সহিত দিনের বেলায় কথাবার্ত কথিত। তাহাই দেখিয়া ঈশ্বর কৈলাসকে একদিন ধমকায় ও তাহার বাটী আসিতে বারণ করে কৈলাস মোহিনীকে কুমলাইয়া ঘরের বাহির করে মোহিনী গত পৌষ মাসের এক দিন রাত্রে গৃহ পরিভাগ করিয়া কৈলাসের সঙ্গে কলিকাতার আইসে কৈলাস তাহাকে বল যে সে তাহাকে লইয়া জামালপুরে যাইবে। এই বলিয়া পর দিন কৈলাস মোহিনীকে লইয়া হাওড়ার রেলওয়ে স্টেশনে যাইয়া জামালপুরের একখান টিকিট খরিদ করিল। মোহিনীকে এক গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া সে বলিল যে, সে আর এক গাড়ীতে উঠিবে। মোহিনী জামালপুরে নামিয়া দেখে যে কৈলাস আসে নাই সে জামালপুরে একটা বাবুর আশ্রয় লইল। এ দিকে মোহিনী অনুদ্দেশ হইলে কিছুদিন পরে পুলিশের লোকে বলিল যে, ঈশ্বর নাপিত মোহিনীকে খুন করিয়াছে। ইনস্পেক্টর মির্চাঁদ মুখুর্চো, কৈলাস মণ্ডল ও তারাচাঁদ নামক পুলিশের আর একজন লোক ঈশ্বর নাপিত ও তাহার পরিবারবর্গের উপর বৎপারোনাস্তি অত্যাচার করে। ঈশ্বর নাপিতকে ধরিয়া হাজতে রাখে! ইতিমধ্যে জামালপুর হইতে মোহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। গত কলা এই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়াছে। নিমচাঁদের ৬ বৎসর, কৈলাসের ৯ বৎসর ও তারা চাঁদের ৩ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ রমানাথ কবিরাজের দুই জন শিষ্যের লিখিত একখানি পত্র আমরা বখা স্থানে সম্মিলিত করিলাম। তাহার চিকিৎসা শাস্ত্রে সম্বন্ধীয় যে কয়টা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা লইয়া কতিপয় প্রসিদ্ধ কবিরাজের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। আমরা ভরসা করি আমাদের আয়ুর্বেদজ্ঞ পাণ্ডিত্য উত্থাপিত প্রশ্নাবলির সমাধান করিতে যত্নবান হইবেন।

গবর্নর জেনারেল বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের লেঃ গবর্নরদিগকে এই মর্মে এক এক পত্র লিখিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি ইংরাজি হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্র দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিবেন, তাহারাই সেই সকল অনুবাদ উপযুক্ত হইলে গবর্নমেন্ট হইতে অর্থ বা সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।

কলিকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি অধিয়ার্থ্য টাকার সমন করিয়াছেন। তাহা

## THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—THURSDAY, MAY 15, 1873.

WE are glad to learn that Miss Carpenter has given a donation of Rs. 1,000 in aid of Miss Akroyd's proposed school for Bengali women.

—000—

WE have been requested to publish the following:—

"The Radical League will convene a Public Meeting in honor of the late Mr. Mill, at 7 P. M., on Saturday next, the 17th instant, at the Presidency College Theatre. The obligations of Humanity to the deceased philosopher are deep and manifold, and we are sure our educated countrymen will muster strong on that occasion, notwithstanding the uncertain state of the weather and season."

—000—

THERE are two candidates for the Vice-Chairmanship of the Calcutta Municipality—Baboo Womesh Chunder Datta and Mr. Sterndale. The claims of the former are so superior to that of his rival that we are really surprised at Mr. Sterndale's appearing as a candidate. Baboo Womesh Chunder has proved his efficiency by his twice officiating in the post, while the latter in his present capacity as Vice-Chairman of the Suburban Municipality is highly unpopular.

—000—

THE *Englishman* thus compliments us:—

The *Amrita Bazar Patrika*, which has some time taken to abusing everything and everybody in any way connected with Government, has now fallen foul of the High Court, and, after noticing the fact that in twelve out of seventeen appeals to the Privy Council the decisions of the High Court had been reversed, says:—"In only very important cases appeal is made to the Privy Council, and it is probable that the Judges of the High Court take particular pains in such cases, with the fear of the Privy Council before them. If in heavy cases 12 out of 17 are reversed, it is highly probable that the percentage of reversals would be much higher if small cases could be appealed to that Council."—*Englishman* May 9.

We see no fallacy in our reasoning, nor do we see any abuse in the above except what the *Englishman* favors us with. The reasoning according to our humble opinion is sound and the language temperate and we are indeed very glad that our contemporary has given a specimen of our Billingsgate propensities. We wish our contemporary had founded his charge against us upon as solid a basis as we did when we came to a certain conclusion regarding the decisions of the High Court.

—000—

THE quarrel between Mr. Thwaytes and his pupils has resulted in the Principal's obtaining a signal victory over the latter. It is however very doubtful whether this victory has added anything to Mr. Thwaytes' popularity. Mr. Thwaytes triumphantly puts up the following notice for the information of the refractory boys:—

His Honor the Lieutenant-Governor and the Director of Public Instruction having requested the Principal to report what punishment he considered should be inflicted on the students who have absented themselves from their classes, the Principal will proceed to carry out the above orders, but previous to doing so, he will allow the students in question an opportunity of explaining their conduct. Accordingly he will be prepared to see them *one by one* in his office on Monday, the 12th instant, at 3 P. M. He has further to inform them that His Honor the Lieutenant-Governor and the Director of Public Instruction refuse to grant any inquiry or to receive any communication from the refractory students who will understand that their failure to appear before the Principal on Monday next, will not in any way diminish the orders to be passed.

HOOGLY COLLEGE. (Sd.) ROB  
10th May 1873.

MR. CAMPBELL never loses an opportunity of showing his kindly feelings towards the prisoners of the jail. Yesterday's *Gazette* contains his resolution on the Culna lock up, wherein he falls foul of the Magistrate, Dy. Magistrate, the Police, the Supdt. of Jail and every body connected with the lock-up, because though there were as many as 14 convicted prisoners in the lock-up, there was absolutely no work, the prisoners remaining entirely idle. The Lieutenant Governor is surprised and highly indignant to hear that notwithstanding there being an oil-mill, it was not used at all on the ground that no one knew how to use it! It was a maddening thought for His Honor to contemplate that so many prisoners were fed at the expense of Government without their having to do anything in the shape of labor. The Lieutenant Governor is almost over-powered with a feeling of chagrin to know that one of the prisoners sentenced to rigorous imprisonment for three weeks was kept 17 days in the lock-up without having been put to work at all! If Mr. Campbell thus perseveres in his love towards the prisoners, the jails of Bengal will ere long be converted into so many "charnel houses."

—000—

THE Sanitary Commissioner of Bengal is a big salaried officer. He is the head of a respectable department and holds a very responsible post. His annual report ought to be therefore not only interesting but instructive as well. The Lieutenant Governor, however, is not satisfied either with the form or the method of Dr. Jackson's report for 1871-72. He condemns it as no better than trash. It is not sufficient for the Sanitary Commissioner, as Dr. Jackson has done after the manner of his predecessors, to present to Government a simple compilation of materials supplied to his office by the Civil Surgeon of the province. Something very much more complete than this is expected from him. The Sanitary Commissioner should in his general report condense and review the sanitary condition of the country as a whole and bring any remarkable facts in the sanitary history of the year into prominent notice. He should be the adviser of Government in all matters relating to public health. His report should place Government in possession of all known facts and of his views on points of sanitary importance. The returns furnished by Dr. Jackson are not only not complete but are extremely untrustworthy. In 1871 the mortality in Bengal—a population of 66 millions is registered at 260,331 which is only a proportion of four in a thousand; in the Punjab, with a population of 17½ millions, the deaths recorded are 363,378, giving a death-rate of 21 per thousand; in the North Western Provinces, the deaths are 578,650, and the death-rate 19.5 per thousand; in England the average death-rate is 22.4 per thousand. Nothing could indeed prove the worthlessness of the returns more clearly than the figures displayed in the mortuary registration statements of different districts of Bengal. The figures for the district of Mymensing, showing a death-rate of 1 per 1,000 would be ridiculously wrong. The districts of Burdwan and Hooghly are being half depopulated by a fatal epidemic fever and yet the rate of mortality in those districts does not rise over a thousand, while in the com-

paratively healthier districts of Nowgung and Goalparah the death-rate is higher than 10 per thousand. And this is the rubbish which a special Sanitary Commissioner is paid to furnish for the edification of the public and Government!

—000—

THE following is from "a suffering accountant":—

Allow me thro' the medium of your valuable paper to bring to the notice of Govt. and of those concerned, the vagaries extant in the office of the Accountant General, Bengal:—

I. The pay of the ministerial officers of this establishment is never paid at the beginning of the month (on the plea of paying the public first) but the salaries of the Gazetted Officers are always sure to be paid of first, as if the poor clerks were not in as much need of money as the handsomely paid Gazetted Officers.

II. An annual increment is allowed to a European Officer, who does little more than put his initials on few hundred bills monthly but the same will not be granted to a hard-worked native clerk ("rascally nigger" that he is) as the case of the latter is considered "contrary to rule," though he is exactly like the European officer, except in complexion and in having to go through a much larger quantity of work.

III. If an incumbent who is on leave draws less than Rs. 200 per month he is not allowed to draw any pay whilst on leave, in fact, not until he rejoins, but an officer who is well-paid i. e. on the receipt of, say from Rs. 200 to 2,000 will be allowed to do so:—as if the more poorly paid Assistant were better able to do without funds for two or three months. Instances are known of unfortunate clerks preferring to take medical leave on half pay to privilege leave on full pay, as the in the former case leave allowances may be drawn during sick leave.

IV. An officer drawing less than Rs. 100 per month whilst on leave of any kind (even on privilege leave which carries full pay to Gazetted officers) is only granted so much of the pay of the post which is available after full payment to a substitute: it so happens nowadays, that the *locum-tenens* swallows up half, if not the entire pay of the post, so that, the ministerial officer (poorly paid and hard-worked) has always to suffer, if on leave, even when that very leave is granted after a great deal of humming and hawing and as a special boon.

V. And in one of the most important departments under the despotic sway of an Uncovenanted Head, these poor clerks are not paid for some 3 or 4 weeks, and sometimes a month or two will elapse ere this tyrannical ruler condescends to pay them as a great favor. This compels them to borrow and such monetary transactions are directly opposed to Government Order.

In this Department officers are hardly promoted according to merit.

In case a new berth is created none of the office assistants are permitted to compete at a general competitive examination to which only outsiders are invited and if these very assistants, old in service, wish to go elsewhere, permission is obtained with the utmost difficulty.

This has been the state of affairs for the past six years.

From the few above-cited cases it will be apparent that there is or rather must be something rotten in this state of Denmark and I wonder that the hawk-eyed Mr. Campbell has not yet penetrated into the anarchy rampant in this office.

Even just now tho' a covenanted Inspector of Accounts is gliding o'er the surface of things, nothing short of an impartial Committee like the Fawcett, Fowler Co.'s will be able to cope with and bring to light the undisguised and unvarnished facts of this Augean Stable.

—000—

SCOTLAND AND BENGAL.—The reader may wonder and inquire what connection there may be between two such countries as Scotland and Bengal. But in fact there is a connection between the countries, which is neither political, geographical nor physical but what may be termed, in lieu of a better word, philosophical. The same causes have different effects upon different individuals and communities, and it is altogether an interesting study to mark and analyze the effects. Both the countries placed themselves of their own accord under similar conditions, though at different periods, and both the countries have been affected profoundly, though very differently, by those circumstances. It is our purpose to-day to examine the conditions under which these two countries have voluntarily placed themselves and its effects upon them.

Scotland was virtually a separate and independent country before the reign of Queen Anne and it was in 1706 that the Scots after much deliberation entrusted the destiny of their country to the English. The Act of Union was passed by the English Parliament in 1707 and since then Scotland has lost its individuality and become a part and parcel of England. Nearly the same thing happened in Bengal only half a century later. Bengal was then an independent monarchy holding a nominal allegiance to the throne of Delhi. The nobles were disgusted with the Government under which they lived and they made over their country to the English. Before they took such a serious step they held several meetings among themselves and sought the counsel of the ablest men of the time. In Scotland too the matter was discussed for almost a whole year and after ten months' deliberation the nation at last consented to the union. There were patriots who were strenuously opposed to the measure and there were disturbances all over the country but happily the project was at last carried out. Amongst those who opposed the measure in the Scottish Parliament was the representative of the ancient and illustrious house of Belhaven. He delivered a speech on the occasion which made so powerful an impression on the house, that it had nearly gone the length of overturning the project entirely. In the speech he pictured to the imagination of his audience all the melancholy consequences which he thought would ensue from the union, in such strong colors that nobody felt equal to the task of replying to it. It was the Earl of Marchmont who neutralized the effect of the speech by this short reply. "Behold I dreamed; but when I awoke lo! I found it was all a dream." Events show that Marchmont was right and Lord Belhaven only dreamt. Scotland has gained in every way by the union and lost very little or nothing by it. Lord Belhaven delivered his speech in the spirit of prophecy and time has shewn that he was a false prophet; but curious to state how true and prophetic would have been the speech if it had come from one of the Bengalee and Mohamedan noblemen who conspired during the reign of Serajudowia to make over their country to the English! Many of our readers, we dare say, have read the speech of Belhaven on the occasion but we shall yet take the liberty of giving extracts from it only making certain changes to adapt it to the mouth of a Bengalee. We shall thus make one of the Bengalee noblemen deliver a speech before an assembly of Hindoos and Mahamedans who had been conspiring to invite the English, in the language of Lord Belhaven;—

"I think," said the Bengalee, "I see a free and independent kingdom delivering up that which all the world hath been fighting for since the days of Nimrod; yea, that for which most of all the empires, states, principalities, and dukedoms, of Europe are at this very time engaged in the most cruel wars that ever were, viz., a power to manage their own affairs by themselves, without the assistance and counsel of others."

"I think I see a national church founded upon a rock, hedged and fenced about by the profoundest moral philosophy that human mind could fathom and grasp, descending into a plain upon an equal level with the *mlechas*."

"I think I see the noble sovereign princes of Bengal, whose valiant predecessors led armies against their enemies upon their own proper charges and expences, now divested of their full orders and vassalages, and put upon such an equal footing with their vassals, that I think I see a petty English exciseman receive more homage and respect than was formerly paid to their *Rajchuckrabarties*."

"I think I see the present zemindars of Bengal, whose noble ancestors conquered provinces, over-ran countries, reduced and subjected towns and fortified places of England, now walking in the Court, like so many English attorneys, laying aside their walking swords when in company with the English peers, lest their self-defence should be found murder."

"I think I see the honourable estate of middlemen, the bold assertors of their nation's rights and liberties in the worst of times, now setting a watch upon their lips, and a guard upon their tongues, lest they be found guilty of *scandalum magnatum*."

"I think I see the rich merchants walking their desolate streets, hanging down their heads, wormed out of all the branches of their old trade, uncertain what hand to turn to, necessitated to become apprentices to their unkind neighbours, and yet after all

finding their trade so fortified by companies, and secured by prescription, that they despair of any success therein."

"I think I see our learned *Pundits* laying aside their profound speculations, studying the common law of England, gravelled with *certioraris*, *nisi priuses*, writs of error, injunctions, demurrers, &c. and frightened with appeals and advocations, because of the heaps of new regulations and rectifications that they may meet with."

"I think I see the *soldiers* of Bengal either transported beyond the seas or confined in the country jails, their arms taken and the spirit of the nation broken and crushed, the people going down and down in the scales of nation, losing gradually their self-respect and confidence in themselves and forgetting altogether how to defend themselves and their families. Thus not only trembling before the ruling race but for want of arms falling themselves victims to wild animals."

"I think I see the honest industrious tradesman loaded with new taxes and imposition, disappointed of the equivalents, eating his saltless porridge, his manufactures destroyed, petitioning for encouragement to his manufactures, and answered by counter-petitions."

"In short, I think I see the laborious ploughman burdened with a heavy land revenue with his corn spoiling on his hands for want of fund, cursing the day of his birth, dreading the expense of his burial, and uncertain whether to marry or to do worse."

"But, above all, my Lord, I think I see our ancient mother Bengal, like Caesar, sitting in the midst of our senate, ruefully looking round about her, covering herself with her royal garment, waiting the fatal blow, and breathing out her last," "with an *et tu quoque, mi fili!*"

The above is an extract from the speech of Lord Belhaven with slight changes as said above. Was it that the noble Lord was actually inspired with the spirit of prophecy and spoke of Scotland when he should have spoken of Bengal, for it is generally known that prophecies are not understood till they are fulfilled? The picture drawn was no doubt false as regards Scotland but how faithful and true with reference to Bengal. Lord Belhaven first saw that the nation was for ever making over the management of their own affairs into the hands of the English; that vision has been fully realized herein Bengal. Under the Mahamedans the greater portion of Bengal was governed by petty Hindoo and sometimes Mahamedan princes, who enjoyed almost sovereign powers in their respective territories. Whether an English exciseman receives more homage or respect now-a-days than their descendants we do not know, but we know that one or two European Teachers exacted homage from the Rajah of Nuddea. As regards the vision of Lord Belhaven regarding the Zemindars there is no doubt a slight error, but the error is on the other side. It must be admitted for truth's sake that most of the Zemindars of Bengal are far worse off than your English Attornies. The prediction of Lord Belhaven regarding the middlemen of Bengal referred no doubt to the Gaggling Act of Mr. Stephen our deadliest enemy. His vision regarding the merchants and tradesmen have been strictly fulfilled. There is an allusion to the porridge (which is *dal* in Bengalee) being saltless; probably this referred to the monopoly of salt and the destruction of our home manufactures. The prophetic Lord also refers to heaps of regulations and rectifications and so forth, but it is unnecessary to explain and examine the vision further. This remarkable vision though perfectly true is yet incomplete for two reasons. Firstly though Lord Belhaven saw many things he did not see the law of Draco introduced, an over-crowded jail, persons guilty of a lighter offence more heavily punished or in other words put to a slow death than those who committed serious crimes. He did not see the siphon which is continually working, the shorter end of which is in the heart of India and the longer end with innumerable mouths in England. And secondly he did not see the other side we mean the schools and colleges, the railways and telegraphs, roads and canals, in short he did not see the light which is streaming forth from the West to the East. May we inquire now why Scotland fared so well and India so ill under British sway? The answer that naturally comes to us is that Scotland was married to England, but Bengal was seduced and deceived. We thankfully remark the distinct symptoms of an awakening sense of remorse in England for the wrongs that have been done to India, and we confidently hope

ere long to see justice done to her, and to see her placed in a position which she deserved."

—000—

WHY IS MR. CAMPBELL KNIGHTED?—Certainly for some meritorious works! But what are those meritorious works? The question is more easily asked than answered. We really find great difficulty to solve it. Mr. Campbell is decidedly the most unpopular and the best abused of all the rulers of Bengal. He never liked the people of Bengal, though their destiny has been placed in his hands. The Bengalees are the most conservative of all conservative nations, and Mr. Campbell the most thorough-going of all reformers, he and his people are therefore constantly at loggerheads with each other. Is Mr. Campbell then knighted because of his great unpopularity? The famine of Orissa compelled Sir Cecil Beadon to resign his post; but two of the fairest districts of Bengal—Hugly and Burdwan—are being decimated by the fell epidemic fever, and is Mr. Campbell dubbed a Sir for the tardy manner in which he has sent succour to the fever-stricken districts? His Honor's road-cess act proves clearly, if it proves any thing, that he is a friend neither to the ryot nor the Zemindar. Like a two-edged instrument, it cuts both the ryot and the Zemindar and the former more cruelly. His earnest desire to increase the salt duty is another proof of his love towards the poor and the helpless. His municipality Bill, if passed into a law, would be a standing monument of his kindly feelings towards the tax-paying population of Bengal. Is he created a K. C. S. I., we ask, because he has thus placed himself in this not very enviable relation to all classes of people? His Native Civil Service scheme is a deliberate insult to the whole nation. The very name of the institution is a term of reproach and it is calculated to throw obstacles in the way of high education. His system of primary education is a profound farce and it has not a little injured the cause of high education. He is in short no friend to the educated natives and he seeks to repress their intellectual attainments by a retrograde educational policy. He has abolished the Krishnuggur and Bernampoor Colleges which have added so many jewels to the list of our educated countrymen. He attempted to abolish the Patna College because a few Bengalee boys took advantage of it. He was about to erase out Sanskrit from our colleges and schools. He has degraded the Director of Public Instruction to a mere Secretary and lowered the status of the education department by creating the post of Sub-Deputy Inspector of Schools. The native Deputy Magistrates are virtually deprived of their executive powers and reduced to the rank of mere clerks. The terrible Criminal Procedure Code is believed to have emanated from Mr. Campbell's fertile brain, at least he was an earnest co-operator of Mr. Stephen in framing the Code. He has made Magistrates heads of districts and invested them with unlimited powers, thus posting puny Campbells all over the country. His resolution on the jail administration is a monstrous one. He actually exalts at the large death-rate in the Bengal jails and has introduced measures to increase the hardships of the wretched prisoners so that the rate of mortality might be still larger. Is it for these foolish, inconsiderate, harsh and cruel measures that Mr. Campbell is created a Knight? All the governors since Sir Haliday defended Bengal from the unjust encroachments of the Imperial Government, it is Mr. Campbell who has betrayed its interests. He is anxious to serve the interests of other Provinces of India at the sacrifice of his own. The great idea which possesses him is that it is his paramount duty to increase the burden of his people. Bengal, he thinks, is a lightly taxed Province and he must see it groaning under over-taxation. Such a governor then whose whole career is marked by shallowness, obstinacy, haste and a narrow-minded policy, is honored with one of the highest titles that a sovereign could confer on a subject. The people would have thanked Her Majesty most heartily if she had removed His Honor from amongst them and then rained down showers of titles in honoring Mr. Campbell with a Knight. In the midst of his wild career is, to say the least, a singularly unpopularity. He has done nothing to encourage the opinion of the whole nation, and he has done nothing to encourage a thoughtful career with

সংবাদ ।

— গত ২৭ শে এপ্রিল নোয়াখালীতে একটি ভয়ানক বাড় হইয়া গিয়াছে। তথাকার কালেক্টর সাহেব বলেন যে, সেখানে অনেক দিন এমন বাড় দেখা যায় নাই।

— ত্রিহুত জেলার অন্তর্গত সুরমুন্দ গ্রামের বাবু রামগোপাল নারায়ণ উক্ত গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থে ১২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। লেঃ গবর্নর তাঁহার এই সংকার্যের জন্য যথোচিত ধন্যবাদ দিয়াছেন।

— আমরা রহস্য সন্ধানের পার্শ্ব ৭৩ ও ৭৭ সংখ্যা পাইয়াছি। সম্পাদক কোন কারণ বশতঃ কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া পত্রিকা বখা নিয়মে কয়েক মাস বাহির হইতে পারে নাই।

— ঢাকা প্রকাশ বলেন যে, সপ্তাহিক সংবাদ লিখিয়াছেন যে রত্নবন্দ শকুন্তলা ইত্যাদি পুস্তকে অনেক অশ্লীল শব্দ আছে। অতএব উক্ত পুস্তক সকল ব্যবহার করা তনুচিত। তাহা দৃষ্টে রাজসাহী সংবাদ লেখেন যে, ইংরেজী পুস্তকেও অনেক অশ্লীল শব্দ আছে। অতএব উক্ত পুস্তক সকল ও ব্যবহার করা তনুচিত, এবং চৈত্র মাসের শেষ তারিখের রাজসাহী সংবাদে ঐরূপ কতকগুলি ইংরেজী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তদর্শনে এখানকার অফিসিএটিং মাজিস্ট্রেট বা জুরেন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর গত ২৩ শে এপ্রিল তারিখে উক্ত পত্রের পৃষ্ঠার স্ত্রীনারি আর রহমান শায়খের কুড়ি টাকা জরিমানা করিয়াছেন (তুম হইল যে, ২৯২ ধারা অনুসারে আসামীর ২০ টাকা জরিমানা করাগেল) কিন্তু তাহাকে বিনা জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জরিমানা আদায় পক্ষে অনেক বাদানুবাদ হইতেছে।

— সোম প্রকাশ বলেন, সেদিন মিলার সাহেবের নিকটে একটি কোঁতুকাবহ মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, দুইজন দেশীয় স্ত্রীপুঙ্খ প্রকাশ্যে রাস্তায় পরস্পর বিবাদ করিয়াছিল। বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামী বলিল সে কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইতে চায়, তাহার স্ত্রী যাইতে নিষেধ করে, সে নিষেধ না মানিয়া যেমন যাইতেছিল তাহার স্ত্রী রাস্তায় আসিয়া তাহাকে ধরে, তাহাতেই বিবাদ হইতেছিল। মাজিস্ট্রেট বলিলেন বাহিরে না আসিয়া ঘরে বিবাদ মিটাইয়া নিমন্ত্রণে গেলেই হইত। এই বলিয়া উভাদিগের প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। এই যোকদ্দমাটী এইরূপ কোঁতুকাবহ, মিলার সাহেবের হস্ত মীমাংসোচীও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তিনি দুই জনের দণ্ড করিলেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক জনের দণ্ড হইল; আবার প্রকৃত দোষীই দণ্ড মুক্ত রহিল।

— ইণ্ডিয়ান অব জারভার নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে পরিহাস করিয়া বলেন যে এদেশে সংবাদ পত্রের ক্ষমতা আছে। কিছু দিন হইল হিন্দুপেট্রিয়ারট মালদহের কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে লিখেন। অল্প দিন পরে মাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এদেশে সংবাদ পত্রের ক্ষমতা না থাকুক গবর্নমেন্ট খুব নিলজ বটে।

— বিজন গ্রামের মহারাজা বারাগসীতে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে বাঙ্গালী সিবিল সার্ভেন্টরা যখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শাসন ভার প্রাপ্ত হইবেন তখন সে দেশের লোকেরা কি ভাবিবে। তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে তাহাদের স্বদেশবাসী স্বদেশীরেরা বিলাতে গমন করিয়া এই উচ্চ উচ্চ পদ সকল প্রাপ্ত হইয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু যুবক গণ বিলাতে এ দেশের জননা নহে।

— কলিকাতায় একটি আশ্চর্য জুয়াচুরির বিবরণ আমরা নিম্নে লিখিলাম। নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের জমিদার বাবু কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত শীতকালে কলিকাতায় নীল বিক্রয় করিতে আইসেন। এক দিন গোপাল নামক এক ব্যক্তি তাহার বাসায় আসিয়া প্রস্তাব করে যে এক জন ধনী লোক বড় বড় জমিদারী ও নীলকুঠী খরিদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কালীদাস বাবু বলেন যে তাঁহার একটি নীলকুঠী আছে উপযুক্ত মুলা পাইলে তিনি তাহা বিক্রয় করিতে পারেন। কিছু দিন পরে গোপাল কালীদাস বাবুকে কাশীপুরে উক্ত ধনী বাবুর বাটীতে লইয়া যায়। কালীদাস বাবুকে নীচের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া গোপাল উপরে যাইয়া এক জন ইহুদীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ইহুদী আসিয়া বলে, সে উক্ত ধনী বাবুর মানেজার, ধনীর নাম চুনীলাল। তাঁহার বাটী লক্ষ্মী, তিনি এক বেগমের প্রতি আসক্ত হইয়া সর্বস্ব উড়াইতেছেন। এই জন্য ইহুদী কিছু টাকা জমাইবার জন্য একটি নীলকুঠী ক্রয় করিবার পরামর্শ করিয়াছে। কালীদাস বাবুর নীলকুঠীর মূল্য ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত সাব্যস্ত করিয়া ইহুদী তাহার পরদিন তাঁহাকে বায়না স্বরূপ ১৬ হাজার টাকা দিতে চায়। কালীদাস বাবু চলিয়া আসিতেছিলেন, ইতিমধ্যে ইহুদী প্রস্তাব করে যে সে বলিকাতায় ২০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইতে যাইবে, তিনি তাহার বগীতে চড়িয়া যাইবেন। একটু পরে সে কালীদাস বাবুকে বলে যে তিনি যদি পর দিন ৪ হাজার টাকা আনিতে পারেন তবে কোম্পানীর কাগজ আর না ভাঙ্গাইয়া সে তাঁহাকে ঐ ২০ হাজার টাকার কাগজ দিতে পারে। কালীদাস বাবু ইহাতে সম্মত হইয়া পর দিন ৪ হাজার টাকার নোট লইয়া কাশীপুরে উপস্থিত হন। তিনি উপরে যাইয়া বাবুর বৈঠক খানায় বসেন কিন্তু বাবু বড় কথা বার্তা কহেন না। গোপাল সেখানে ছিল। একটু পরে বাবুর দেওয়ান আসিয়া নোট লইয়া কোম্পানীর কাগজ আনিয়া দিতে চাহিল। কালীদাস বাবু ইহাতে সন্দেহান হইলে ইহুদী ও গোপাল একটু হাসিয়া বলিল যে তিনি কি তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করেন? কালীদাস বাবু আর সন্দেহ না করিয়া দেওয়ানকে নোট দিলেন। দেওয়ান কোম্পানীর কাগজ আনিবে বলিয়া নোট লইয়া আর এক ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। দেওয়ান অনেক ক্ষণ ফিরিয়া না আসাতে কালীদাস বাবু ব্যস্ত হন। ইহা দেখিয়া ইহুদী দেওয়ানকে ডাকিতে যায়। কিছুক্ষণ পরে কালীদাস বাবু অন্য এক ঘরের মধ্য হইতে উক্ত ইহুদী ও একটি স্ত্রীলোকের কথা বার্তা শুনিতে পান। ইহুদী উক্ত স্ত্রীকে টাকা দেওয়ার জন্য সাধিতেছে, কিন্তু স্ত্রী টাকা দিতে চাহিতেছে না। উক্ত স্ত্রীটি সেই বেগম। ক্ষণেক পরে ইহুদী ও দেওয়ান আসিয়া বলিল যে বেগম উক্ত ৪ হাজার টাকা লইয়াছেন। তিনি তাহা দিতে চাহেন না। বায়নার টাকা অন্য স্থান হইতে লইয়া দিতে বলিয়াছেন। কালীদাস বাবুকে বলা হইল যে তিনি পর দিন আসিয়া তাঁহার টাকা যেন লইয়া যান। টাকা দেওয়ার পক্ষে কোন ব্যত্যয় হইবে না। তিনি পর দিন উক্ত ধনী বাবুর বাটীতে গেলে দেওয়ান তাঁহাকে বাটী প্রবেশ করিতে না দিয়া বলিল যে, সে বাটীতে কেহই নাই। কালীদাস বাবু আলীপুরের মেজেক্টরিতে এখন নালিশ করিয়াছেন, মকদ্দমা চলিতেছে।

— চার্লস লংমান নামক এক জন পুস্তক বিক্রেতা ৩০ লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।  
— কেবল আহারের নিমিত্ত প্যারিসে ১৮৭২ সালে টীষোড়া প্রায় দাত শত গাধা ও ৬৫১টা খচ্চর হয়। সেখানে বোডার মাংস বিক্রয়ের জন্য ৪০ মাসের দোকান আছে।

— শূনা যাইতেছে যে খিবানদের সহিত কশিয়দের একটি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে খিবানরা পরাজিত হইয়াছে।

— বোম্বাই অঞ্চলের কোন রেলওয়েতে কয় জন উচ্চ জাতির হিন্দু বাধ্য হইয়া নীচ জাতীয় লোকের সহিত এক গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত রেলওয়ের কোম্পানীর নামে একটি ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমা আনিয়াছেন। তাঁহার বলেন যে গাড়ির মধ্যে নীচ জাতির সংস্পর্গ জন্ম তাঁহাদিগকে পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আজ কাল এ হুম্মন ধরণের মোকদ্দমা বটে।

— ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একটি আশ্চর্য্য হত্যা কাণ্ডের বিষয় লিখিয়াছেন। হায়দ্রাবাদে একজন পথ চলা তি বেগে সন্ধ্যা হইলে একটি পুলিশ ফেশনে আশ্রয় লইয়া ছিল। কথা বার্তায় পুলিশের লোকে জানিতে পারিল যে তাহার কাছে টাকা আছে। সে শয়ন করিলে পুলিশের লোকেরা তাহাকে খুন করিয়া তাহার টাকা লইবে এই পরামর্শ করে। বেগে এই পরামর্শ শুনিতে পায়। সে শীঘ্র নিদ্রা যায় না ইতি মধ্যে থানার সকলে ঘুমাইয়া পড়ে। বেগে থানার জমাদারকে তার নিজের গায়ের কাপড় দিয়া ঢাকিয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষের উপর গিয়া থাকে। থানার লোকেরা বেগের ভ্রমে জমাদারকে হত্যাকরে।

— উক্ত পত্রিকা বলেন যে গঙ্গার এবার অনেক হাঙ্গর আসিয়াছে।

— পশু চিকিৎসা শিক্ষা দানার্থে গবর্নমেন্ট ভবানীপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।

— গবর্নর জেনারেল দরবার করিয়া রাজাদিগের নিকট হইতে যে সকল উপঢৌকন পান সে সমুদয় বৎসর বৎসর বিক্রয় হইয়া থাকে। এবার হ্যামিল টন কোং সেই সকল দ্রব্য নিলামে বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

— উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লালুয়া নামক এক ব্যক্তি অনেক গুলি অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং দুইবার জেল ভাঙ্গিয়া পলায়। পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারেনা। পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল এই বলিয়া এক বিজ্ঞাপন দেন যে যে ব্যক্তি উক্ত পলায়িত কয়েদীকে মৃত কি জীবিত যে কোন অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিবে সে হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু গবর্নমেন্ট উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে মৃত কথাটি উঠাইয়া দিবার আদেশ করেন। কথকগুলি লোক উক্ত ব্যক্তিকে মৃত করে। সে তাহাদিগকে বাধা জন্মায়, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় দুইজন উক্ত ব্যক্তির মৃত শরীর আনিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করে। কিন্তু মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে হত্যা অপরাধে দায়রায় সোপর্দ করে। সাহেব তাহাদিগকে ১ বৎসর কারাবাসের অজ্ঞা দেন। কিন্তু হাইকোর্ট উক্ত অপরাধ দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৪ অন্তর্গত করিয়া তাহাদিগকে ৪ মাসের জন্য কয়েদ থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। এখন এই হাজার টাকা কে পাইবে? আমাদের বিবেচনায় সুবোধ ইনস্পেক্টর জেনারেল উক্ত পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত পাত্র।

— ত্রিজিলের নিকট একখানি আমেরিকান জাহাজ একখান করাদীস জাহাজের উপরে উড়ায় করাদীস জাহাজ জল মগ্ন হয়। বোম্বাই হাইকোর্ট এই ক্ষতিপূরণ জন্য আমেরিকান জাহাজের কর্তৃপক্ষদিগের বিরুদ্ধে ৭৮৪০০ টাকী ডিক্রী দিয়াছেন।

— ইণ্ডিয়ান ফেটসম্যান সাদেশান নিবারণের এক উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যদি এদেশীয়েরা তাহাদের বাস গৃহের মধ্যে

আমো আলোক ও বায়ু লইবার বন্দবস্ত করিতে পারে, এবং যদি তাহার বৃষ্টি জুগ পার দেয় তবে সর্প দংশন চের কমিয়া যায়। সাপে বাহাতে আদপে না কাগড় হইতে পারে এমন কোন বন্দবস্ত করিলে সর্প দংশন একেবারেই থাকে না!

—ডাউনস নামক এক জন সাহেব কাকরদের মধ্যে খুঁফি ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশে আফগানের বেশ ধরিয়া কাবুলে যান। কিন্তু তিনি আফগান ভাষা জানিতেন না। কাবুলেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া ধৃতকরে এবং ত্রিচীশ গবর্নমেন্টে সংবাদে দেয়। এদেশ হইতে গবর্নমেন্টের লোক বাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছে। এই ঘটনায় ইংলিশম্যান বলেন যে খুঁফি ধর্ম প্রচারের উপর লোকের যে ঘৃণা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যাকি!

—ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রেলওয়ে বসানের কথা পুনরায় আন্দোলিত হইতেছে।

—গাজাজে বাইডি নামক একজন সাহেব বলেন, যে গাঁজার গাছ, শারিকেল গাছের পাতা, শুপারির খোসা ও কলার গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

—গ্যাবেল সাহেব কোথাও চুপ করিয়া থাকিবার লোক নন। তিনি এখন দারজিলিং এ আছেন, সেখানে চার আবাদের জন্য জমি বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন।

—মাংসাহারের নিমিত্ত গত বৎসর কলিকাতায় ২ লক্ষ ২০ হাজারের বেশী পশু বধ করা হইয়াছে।

—২৩ শে এপ্রেল যে সপ্তাহ শেষ হয় ঐ সপ্তাহে কলিকাতায় দুইশত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃতের সংখ্যা পূর্ষ সপ্তাহ হইতে ১৩ জন কম। ইহার মধ্যে ১৯ জন ওলাউঠা ও ১ জন বসন্তে।

—খ্রীষ্টানদের সভা হইতে বৎসর ২ এক খানি রিপোর্ট বাহির হয়। এবারকার রিপোর্টে লিখিত আছে যে, বাঙ্গলার হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্মধর্মের অবনতি হইয়াছে। এই কথায় ব্রাহ্মদের কাগজ গিরার বলেন, যে হিন্দুধর্মের পুনরাবির্ভাবে খ্রীষ্টধর্মের পরাজয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

—ইন্দু প্রকাশ বলেন যে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বেদ অনুবাদিত হইতেছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ সমগ্র বেদ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে যত্ন করেন না কেন?

—এক ব্যক্তি বিনি সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন বলেন যে কশিয়ার রাজবংশের স্ত্রীগণ যেমন সুন্দরী জগতে এমন আর নাই।

—আমাদিগের লেঃ গবর্নর কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন অবধি তাঁহাকে আর মেঃ না বলিয়া সার জর্জ ক্যাম্বেন বনিত হইবে।

—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও নৈয়ায়িক জন ফুয়ার্ট মিল মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

—ইংলিশ ম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, যে কশিয়ার সম্রাটের কন্যার সন্তি মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হইলে ইংলণ্ড ও কশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটবে নহে। ডিউক অব এডিনবরার বিবাহে আগ্রহান্বিত হইবার প্রকৃত কারণ এই। তিনি যেমন অপব্যয়ী ও সৌখীন তাঁহার হাতে তেমন টাকা নাই। এ বিবাহে তিনি যৌতুক স্বরূপ ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের

সম্পত্তি পাইবেন; বাহা হউক এ বিবাহের সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকেরা সন্তুষ্ট নহে।

—ইংলিশ ম্যান বলেন, গত সোমবারে আলিপুর জজ আদালতের মালখানায় চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা খড়খেড়ে ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। মালখানায় যে সকল লাওয়ারেশ সোণা রূপার গহনা ছিল তাহার মধ্যে হইতে প্রায় ৫৬ শত টাকার গহনা চুরি গিয়াছে।

বিজ্ঞান।

সংক্রামক জ্বরের মর্হোষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। জ্বগলী ও বর্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রাপ্তিতে জেলায় হুহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, পীলা, বক্রত, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতিকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্ধরোগের মর্হোষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সর্ক প্রকার অর্ধ একেকালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১১ টাকা মায় ডাকমাশুল।

টাকরোগের মর্হোষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১১ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ করেকটি বারাগদী ঘোষের স্ক্রিট ২৩ নং ভবনে পাওয়া বাইবে।

প্রেরিত।

নেটিব সিভিল সার্ভিস।

আমাদিগের লেকটেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর নেটিব সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত করাতে সহায়হীন রুতবিনা যুবকগণ উল্লসিত হন, অনতি বিলম্বের সব ডিপুটি শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার তাহাদিগের মনে কথক বিরক্তি জন্মে। বাহা হউক গত মনে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ অল্প সময় মধ্যেই স দার ডিপুটি মেজেষ্টারি কর্মে নিযুক্ত হইয়া বাওয়ার এবং মনে অনেকেই ছয় মাসের বিদায় গ্রহণ করতঃ পরীক্ষার দ্বারা উপস্থিত হন। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু আমাদিগের গবর্নর বাহাদুর তাঁহার মনোনীত কার্য সকল করার জন্য এবার সকলকেই সব ডিপুটি শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের মধ্যে এখন অনেকের উল্লাস দূর হইয়া ক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ দুই শত দেড় শত টাকা বেতনের ইনস্পেক্টর, ক্লাক এবং শিক্ষকগণের আর ক্ষোভের পার নাই। তাঁহাদের কেবল বেতন হারান এবং কলিকাতার ব্যয় ও পরিশ্রম সহ্য করাই মার হইল। আবার তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বা এক শত টাকা বেতনের দ্বিতীয় শ্রেণির সব ডিঃ শ্রেণিতে যাইতে হইয়াছে। যেমন অন্তত বিচার তেমনি তার ফল। দশ বার বৎসর সুখ্যাতি প্রাপ্ত এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া নূন বেতন পাইতে হইবে। এটি কিরূপ বিচার। সম্পাদক মহাশয় দুই শত এবং দেড় শত টাকা বেতনের পরীক্ষোত্তীর্ণ কর্মচারীগণকে একাই ডিঃ মেজেষ্টারি পদে নিযুক্ত করিলে কি আমাদিগের গবর্নর সাহেব বাহাদুরের নিয়মের অপলাপ হয় না কি?

লেকটেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর সব ডিপুটি ও কন-নও পদ সৃষ্টি করিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডিঃ মো

ফ্রি পদের একবারে গৌরব হীন করিয়াছেন, পুনঃ যে বিচার আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে ভবিষ্যতে এন টেনস মাইনর ছাত্র ভিন্ন আর কোন বিজ্ঞ লোক পরীক্ষার দ্বারা উপস্থিত হইবেন না। সুতরাং ভবিষ্যতে আমাদের বিচারকগণের বিদ্যা বুদ্ধি ঐ পর্য্যন্তই শেষ হইবে ক্রমে বিদ্যাভাস তাগ করিয়া ষোড় চড়া, ডগ করা এবং সম্ভবণ প্রভৃতি কার্যই তাহাদিগের শিক্ষোপযোগী হইবে যে ডিপুটি মেজেষ্টারি পদ এদেশের এত গৌরবের ছিল অবশেষে তাহার এত ছন্দ শা হইল। কি মানিকং কতিঃ।

ধুবরি। আপনার অনুগত স্টিমার প্যাডেনজার

আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের প্রতি নিবেদন। ধীরে ধীরে চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ তত্ত্ব সংগ্রহ গ্রাহক পণ্ডিত মহোদয়গণ, আপনাদের সমীপে হৃকহ আয়ুর্বেদ বিবাক প্রমাণ বিজ্ঞাপন করিতেছি; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য লিখিত প্রস্তাবলির উত্তরপাঠে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করি। মহাশয়েরা কৃপা সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উত্তর প্রদানে মনোযোগী হইলে অনুগৃহীত হইবে। (প্রশাসনা) ততঃ প্রবর্ততে রক্ত মূত্রক্ষাণে দ্বিধা-পিবা। উদ্ধং নাশাক্তি কর্ণাস্যেচ্ছৈ দু যোনি উদৈরধঃ কুপিতং যোমকৃপৈশ্চ সমস্তেভ্যঃ প্রবর্ততে, ইতি রক্ত শিত্তম্য। ১। অংশ পাশ্চাত্তিপাশ্চ সম্ভাপঃ করঃ পাদয়ো। জ্বরঃ সর্ষাঙ্গশ্চেতি লক্ষণং রাজ্য বক্ষুণঃ। পিত্তাজ্ঞান্যচাণ্ডন ইতি। ২। কামমান্য চাতিক্ষং ককঃ সাস্বকু প্রবর্ততে ইতি উরঃ ক্ষতম্য। ৩। সপর্কং কাসতে শুষ্কং ততঃকীর্ত্তে মনোণিতং ইতি ক্ষতকাসম্য। ৪। শুভান বিচীভিবতি দুর্ধলস্ত প্রক্ষিণ মাংসো কধিরং সপূয়ং ইতি ক্ষরকাসম্য। ৫। ক্ষণম্য বাছর্দি রতি প্রসক্তা মোপদ্রবা শোণিত পূরযুক্তা ইতি ছুদিরসাধ্যম্য ৬। তদোপজারতেতি ক্রং রক্তাতিনার উল্লণঃ ইতি অতিসারম্য।

ইহদের পরস্পর শারীরিক যন্ত্রণাত ভেদ কি? এবং কে কি যন্ত্রকেই বা কিরূপ বিকৃতি ভাবাপন্ন করে? কি ব্যাধিতেই বা কোন স্থান হইতে কোন পথ দিয়া রক্ত বহির্গত হয়? এবং কোন স্থানকেই বা পুতিভাবাপন্ন করে? আর উক্ত যন্ত্রাদির নামই বা কি? উক্ত রক্ত পরিস্কৃত কি না? রাজবক্ষু রোগের অংশ পাশ্চ তাপের হেতু কি? উক্ত প্রস্তাবলির উত্তর শাস্ত্র প্রমাণ এবং যুক্তি সঙ্গত করিয়া লিখিলেই বাধিত হইবে।

বহুবাজার বাণী অশেব শাস্ত্রাধ্যাপক জীযুক্ত রমানাথ কবিরাজের ছাত্র জীতারচরণ মুখোপাধ্যায় ও জীম্মতলাল গুপ্ত।

লাহোর। এবং নর গৃহিষ্যুর প্রারম্ভে সকল স্থান হইতে টিংকার ধ্বনি উঠিয়াছিল যে পাড়ার পুাত্তর্ভাব হইবে এমন কি সিদলা পাহাড়ে যেখানে শ্বেত পুন্দরেরা নিম্নভূমির গ্রীষ্ম সহ্য করিতে না পারিয়া বিহার করিতে যান সেখানে সন্দি গর্মিতে মৃত্যু হইয়াছে, যে সকল স্থানে বিশেষতঃ এ পুদেশে অধিক হইবে তাহা। আর সন্দেহ নাই কিং গৌড়াগা বশতই হউক আর দুর্ভাগ্য বশতই হউক সকল স্থানের ন্যায় এখানেও কয়ক দিবস বৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ষিা নিমিত্ত ব্যক্তিগণ (প্রবর্তী বন্দার) জন ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের দেহে বসার সময় নদীর জল বৃষ্টি হইয়া থাকে কিন্তু এমামকার নদীর পান মেরুপ নাই পান প্রায় ক্ষতি হয় তমনি হয়।

শীত আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সময়ে এখানকার লোক অধিকাংশ প্রায় ছাদে শয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু আজ কাল সকলে মধ্যে মধ্যে কাপড় ব্যবহার করিতেছে। রফি হওয়াতে অনেকে এই রূপ আশঙ্কা করিতেছে যে গত বৎসরের ন্যায় ওলাউঠা ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইবে। বাজারে শুনা যাইতেছে যে দ্রব্যাদি বিশেষতঃ কনক (গম) অত্যন্ত মহার্ঘ হইবে কারণ গম প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। অধিকাংশ জমীদারেরা (এখানে কৃষকদিগকে জমীদার কহে) ময়দান হইতে অদ্যপি গোলাজাত করিতে পারে নাই। দ্রব্যাদি মহার্ঘ করিবার জন্য এই জনরব উঠিয়া থাকুক কিম্বা সত্যই হউক তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক পীড়া হইবার কারণ এই পর্য্যন্ত অনুভব করা যায় যে ভিজ্জে গম ও তাহার আটা ময়দা ব্যবহার করিলে ও তদানুযায়ী পীড়া হইতে পারে। যদি হস্ত ইতর লোকদের মধ্যে হইবার সম্ভাবনা কারণ ভদ্র লোকেরা প্রায় ভাল গম ক্রয় করিয়া রাখে ও আবশ্যিক মতে তাহা ব্যবহার করে। গবর্ণমেন্ট গত বৎসর পীড়া হইলে যেমন সচেষ্ট হইয়াছিলেন এ বৎসর নিবারণের জন্য তেমন উপায় অবলম্বন করুন তাহা হইলে রাজ্যের লাভ হইবে ও প্রজাদের জীবন রক্ষা হইবে।

যাঁহারা এ দেশে কখন বর্ষার সময় আসিয়াছেন তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে পঞ্জাবের পঞ্চ নদীর কি রূপ ভয়ানক মুক্তি হয় ও সেই সময়ে যাত্রীদিগের পারাপারের কিরূপ দুর্দশা ও প্রাণের ভয় হয়। বোধ করি অনেকে গত বৎসরের বর্ষার সময় শতদ্রু নদীর পারের ক্রেশ যে কত দূর হইয়াছিল তাহা সম্বাদ পত্রে অবগত হইয়া থাকিবেন। একে ত নদী দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায় তাহাতে যে প্রকার নোকা দেখা যায় তাহাতে আর জ্ঞান থাকে না। আমাদের দেশস্থ লোক সেরূপ জলযান দেখিলে হাস্যম্বরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা গ্রীক ইতিহাস পড়িয়াছেন তাঁহারা এ দেশস্থ নোকার সহিত অনেক সোসাদৃশ্য দেখিতে পান। দেশানুরাগীরা হয়ত বলিবেন যে গ্রীকেরা আমাদের নিকট হইতে নোকার আদর্শ লইয়া যান সে যে কত দূর যুক্তি সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। এ দেশের নোকাতে উঠিলে জীবন আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। একে ত ভেলার মতন তাহাতে আবার হাইল দাঁড়নাই। জলের স্রোতে ছুই গাছির ডঙ্কুর বলে ও ছুইটি বাঁশের দ্বারা যত দূর রক্ষা হইতে পারে তাহা হয়।

ভবপারে যাইতে হইলে যেমন পৃথিবীর সকল আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় এখানকার নদী পার হইতে হইলেও জীবন আশা ত্যাগ করিতে হয়। এ দেশে আবার কোন কোন স্থানে ভিস্তির উপরে পার হইতে হয়। ভিস্তির উপর পার হওয়া বোধ করি অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন। যাঁহারা জ্বালা-মুখী তীর্থে কখন গিয়াছেন তাঁহারা জানেন এক জন লোকে দুইটি ভিস্তি একত্র করিয়া তাহার উপর বসিয়া হস্ত দ্বারা জল টানিতে থাকে ও যাত্রী তাহার পশ্চাৎ ভাগে বসিয়া যায়।

শুনা যাইতেছে যে সিদ্ধু পঞ্জাব রেলওয়ে কোম্পানী এই মাসে কিম্বা আগামী মাসের প্রথমে শতদ্রু নদীর পুল খুলিবার জন্য দিবা রাত্র কার্য করিতেছেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে যাত্রীদিগের পক্ষে ও মন্দ আর কোম্পানীরও অনেক লাভ। এখানে একটি এই অনুরোধ যে বাহাতে বড় পুল গুলির প্রতি দৃষ্টি থাকে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা থাকিবে। কারণ পুল ভাঙ্গিলে তাঁহাদের পক্ষে গম ও ক্রেশ ও প্রাণের আশঙ্কা

বিজ্ঞাপন।

“ভক্তিরসামুত সিন্দু” জীব গোস্বামীর টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত সংখ্যাক্রমে মুদ্রিত হইতেছে। ইহার ১ম ও ২য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণেচ্ছ ম-হোদয় গণ নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকালিদাস নাথ।

কালিকাতা বড়বাজার কাঁসারিপাট

বল্লীকি রামায়ণের বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ। উত্তর ইটালি চিঙ্গড়ি ঘাটারোড আমার ১০৬ নং ভবনে সংস্কৃত কালেজের জনৈক ছাত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গা গোবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া পুস্তকাকারে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রচারিত করিতেছেন। ইহার মনোহারিণী রচনাবলী পাঠ করিয়া অনেকেই যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। বাণিক অগ্রিম মূল্য ৫১০ টাকা মাত্র ডাক মাশুল সহিত গৃহ-নেচ্ছুগণ নাম ধাম সহ আমার নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন ইতি।

কলিকাতা শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত

বঙ্গভাষার রোগ-বিচার ও ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

গৃহী মাত্রেই জাতব্য ধাত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা এবং বেঙ্গলি মডিক্যাল স্কুল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ প্রতিকার সম্পাদক ডাক্তার যত্ননাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরিউক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফন্নার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাশুল ১০ আনা। উহার বাঙ্কাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গৃহকর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হফেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ধাত্রী-শিক্ষার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল। ইহার ডাকমাশুল ১/০। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

Advertisements.

IMPORTANT NOTICE.

SIR WILLIAM JONE'S WORK.

The above work is to be issued in monthly parts Royal 8vo. size.—Price eight annas per part to subscribers, 12 annas for non subscribers. The first part is already in the press. Intending subscribers are requested to send their names to the undersigned or to the Proprietor of the 'Bentick-Press, Nunko Jemadar's Lane Bentick Street.

SIDHESHUR GHOSE, Bengal Accountant's Office.

গ্রামবাসী পত্রিকা।

মাসিক পত্রিকা।

বিগত বৈশাখ হইতে রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

মূল্য প্রতিখণ্ডের এক পয়সা।

বাহাতে গ্রামবাসীগণের প্রয়োজনীয় বিষয় সকল জ্ঞান জনে, এবং সাধারণ শিক্ষার সহায়তা উন্নতি হয়, এই পত্রিকার চলিত বাঙ্গলা ভাষায়

সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। এই পত্রিকা সম্বন্ধীয় সমুদায় পত্রাদি ও মূল্য নিয়ম স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

রাণাঘাট }  
১লা বৈশাখ ১২৮০ } শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত কর্মসিদ্ধ।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872. (BEING ACT No. OF 1872.)

WITH Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments.

THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,

AND TO WHICH IS APPENDED THE INDIAN OATHS ACT.

BY KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs. 4.

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

THE NEW INDIAN GEOGRAPHY

OR

A Guide to the Map of India. Designed for Schools in India.

by

Kali Dass Mookerjee.

Head Master Govt. School Faridpore.

Price Four Annas only.

To be had at Kader Nath Chatterjee's Book-Shop, 54, College Street, Calcutta.

ডাক্তার অন্নদাচরণ কান্তারগিরি

বিখ্যাত ওলাউঠার ঔষধ।

৯২ বোঁবাজার ফুট।

কিম্বা ১৪ কলেজ স্কের যার মহালানবিশের নিকট।

এ রোগের যে যে লক্ষণ ও অবস্থায়, যে ঔষধ যে যে নিয়মে, ব্যবহার্য, তাহা ঔষধের প্রত্যেক পাকেট, বা সিসির উপর, বিস্তারিত লিখিত আছে।

রোগের আরম্ভ হইতে ঔষধ বড়পূর্বক ঠিক নিয়ম মতে খাওয়াইলে, নিশ্চয় উপশম হয়। মূল্য ১টাকা। ডাকে ১।০।

অমৃত বাজার পত্রিকা

অগ্রিম মূল্য।

কলিকাতার

মফঃস্বলের

নিমিত্ত

নিমিত্ত

বার্ষিক

৬।০

৮

বাণ্যাসিক

৩৬০

৪।০

ত্রৈমাসিক

২।০

২।০

একখণ্ড

১।০

১।০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক

৮।০

১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ০/০

চতুর্থ ও ততোধিকবার ১/১০

গ্রাহকগণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিস্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ফ্যান্স টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধ আনা কমিসন সহলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাকুসিয়াস্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

এই পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি বরাং চিঠি যদি অর্ডার প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা ছবাজার হিদেরাম বাড়ুয়ের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বড়বাজার হিদেরাম বাড়ুয়াপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।